[redacted]

[redacted]

বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহে র্যালী ও আলোচনা সভা

“ভূগর্ভস্থ পানি:অদৃশ্য সম্পদ,দৃশ্যমান প্রভাব”এ প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহে র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসন ও পানি উন্নয়ন বোর্ড আয়োজনে আজ মঙ্গলবার সকালে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে থেকে এক র্যালী বের করা হয়।

র্যালীটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঝিনাইদহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ রাশেদুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সেলিম রেজা,এডিসি (রাজস্ব) রাজিবুল ইসলাম খাঁন ও পানিউন্নয়ন বোর্ডের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মোঃ আশিকুর রহমান প্রমূখ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পানি উন্নয়ন বোর্ডে সকল কর্মকর্তা- কর্মচারীবৃন্দ।

এসময় বক্তারা বলেন আমাদের দেশে বেশিরভাগ মানুষ ভূগর্ভস্থ পানি পান করেই জীবন ধারণ করেন। ভূগর্ভস্থ পানি যেটা অদৃশ্যমান। এজন্য ভূগর্ভস্থ পানিকে দৃশ্যমান করতেই এবারের প্রতিপাদ্য। অনেক সময় বলা হয়ে থাকে পানির অপর নাম জীবন। তাই পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান বক্তারা।

গাংনীতে এসি ল্যাণ্ড সেজে হোটেল রেস্তোরাঁর মালিকদের কাছে চাঁদা দাবির অভিযোগ স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে

গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সেজে গাংনীর বেশ কয়েকটি হোটেল রেস্তোরাঁর মালিকদের কাছে মোবাইল ফোনে মোটা অংকের চাঁদা দাবী করেছে প্রতারক চক্র।
এর সাথে গাংনী উপজেলা স্যানেটারী অফিসার মশিউর রহমান সরাসরি জড়িত বলে অভিযোগ করেন ব্যবসায়ীরা।
গাংনী হোটেল রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সভাপতি আমিন মিষ্টান্ন ভান্ডারের মালিক রাশেদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক জালাল উদ্দীন গাংনী সুইটস এর মালিক শাজাহান আলী জানান, ১১ টা ২০ মিনিটের দিকে গাংনী স্যানেটরি ইন্সপেক্টর মশিউর রহমান আমাদের কাছে গিয়ে তার নিজস্ব মোবাইল হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) র সাথে কথা বলেন। ফোনটি ধরার সাথে সাথে সহকারী কমিশনার ভূমি পরিচয় দিয়ে বলেন, আপনার মোবাইল নং দেন।
আমাদের মোবাইল নং তাকে দেওয়ার পর প্রতারক ০১৯২৩-৮৯১৬১৭ এবং ০১৯৩৩-২১২১২০ দুটি মোবাইল নং থেকে হোটেল রেস্তোরাঁর মালিক গাংনী আমিন মিষ্টান্ন ভান্ডারের মালিক রাশেদুল ইসলামের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা, আব্দুল মালেক মিষ্টান্ন এন্ড ফল ভান্ডারের মালিক আব্দুল মালেকের কাছে ৫০ হাজার টাকা, গাংনী সুইটস এর মালিক শাজাহান আলীর কাছে ৪০ হাজার টাকা, সোবহান হোটেলের মালিকের কাছে মোটা অংকের টাকা দাবী করেন। ওই প্রতারক আমাদের বলে, আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই হোটেল রেস্তোরাঁগুলোতে ভ্রাম্যমান আদালতে বের হচ্ছি। আপনার দোকান খোলা রাখতে হলে টাকা বিকাশে দিয়ে দেন। বিকাশের দোকানে গিয়ে কল দেবেন। পরে কল দিলে সে কারো কাছ থেকে ৩০ ও কারোর কাছে ৫০ হাজার টাকা দাবী করেন। তার দাবীকৃত টাকা না দিলে এসব হোটেল রেস্তোরাঁগুলো আগামী ৬ মাসের জন্য বন্ধ করে দেয়া হবে বলেও হুমকী দেই ওই প্রতারক।
হোটেল রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জালাল উদ্দী

জানান, ঘটনাটি আমার কাছে সন্দেহের সৃষ্টি হলে সাথে সাথে আমি গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলমের সাথে যোগাযোগ করি। তিনি বিষয়টি কিছুই জানেননা এবং মোবাইল নং দুটি তার নয় বলে জানান। বিষয়টি নিয়ে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে র্যাব-৬ গাংনী ক্যাম্পের সাথে যোগাযোগ করেন এবং ব্যবসায়ীদের আইনের আশ্রয় নেয়ার পরামর্শ দেন।
এব্যাপারে গাংনী উপজেলা স্যানেটারী পরিদর্শক মশিউর রহমান জানান, আমি ব্ল্যাক মেইলের শিকার। আমাকে সহকারী কমিশনার স্যার পরিচয় দিয়ে দ্রুত হোটেল রেস্তোরাঁর মালিকদের সাথে কথা বলিয়ে দেওয়ার জন্য বলেন। আমি তখন তাদের কাছে গিয়ে আমার মোবাইল ফোন থেকে কথা বলিয়ে দিই। আমি স্যারের নির্দেশ পালনের জন্যই তাদের কাছে গেছি। সহকারী কমিশনারের বিকাশ নং এ ঘুঁষ দিতে হবে, না হলে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে তাদের দোকান বন্ধ করে দেবেন, এটা নিয়মের মধ্যে আছে কিনা। তাছাড়া অপরিচিত মোবাইল নং দেখার পরেও হোটেল রেস্তোরাঁর মালিকদের সাথে আপনার ফোন থেকে কথা বলিয়ে দিলেন কেনো? এসব প্রশ্নের জবাব মেলেনি তার কাছ থেকে।
তবে নিজের দোষ ঢাকতে ওই দুটি মোবাইল নং এর অজ্ঞাত মালিকের নামে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দিয়েছেন স্যানেটারী ইন্সপেক্টর মশির রহমান।
এব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, স্যানেটারী পরিদর্শক একজন সরকারী কর্মকর্তা। সরাসরি তার নামে মামলার বিধান নেই। তাই তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা হতে পারে।

গাংনীতে বিশ্ব পানি দিবসের র্যালি ও আলোচনা সভা

‘ ভূ-গর্ভস্থ পানি, অদৃশ্য সম্পদ, দৃশ্যমান প্রভাব’ প্রতিপাদ্য নিয়ে গাংনীতে বিশ্ব পানি দিবস ২০২২ পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি উপজেলা পরিষদ চত্ত্বর থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পানি দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব

করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী পৌর সভার মেয়র আহম্মেদ আলী, গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীন।
অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি অফিসার লাভলী খাতুন, উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী মাহফুজুর রহমান কল্লোল, মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান আতু, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম,

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা শহিদুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের গাংনী উপজেলার কর্মরত সহকারী প্রকৌশলী জাহাঙ্গীর হোসেন। বিশ্ব পানি দিবসের আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, সাসটেইনেবল ডেভেলোপমেন্ট গোল অর্জন করতে পানির অপচয় রোধ করতে হবে। এছাড়া পানি সম্পদ আইনের যথাযথ ব্যাবস্থা নিতে হবে।

মুজিবনগরে নানা আয়োজনে বিশ্ব পানি দিবস পালিত

র্যালি ও আলোচনা সভার মধ্যদিয়ে মুজিবনগরে ‘বিশ্ব পানি দিবস ২০২২’ পালিত হয়েছে। পানিসম্পদের সর্বাধিক গুরুত্বের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৯৩ সাল থেকে প্রতিবছর দিবসটি সারা বিশ্বে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতায় পালিত হয়।এ বছরের বিশ্ব পানি দিবসের প্রতিপাদ্য হল ‘ভূগর্ভস্থ পানি: অদৃশ্য সম্পদ, দৃশ্যমান প্রভাব’। জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্যে পৃথিবীর উষ্ণতা ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সময় ভূগর্ভস্থ পানির গুরুত্ব ও প্রভাব অপরিসীম।জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের গৃহীত এক প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতিবছর বিশ্ব পানি দিবস পালন করা হয়। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিওতে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সেখানে পানিসম্পদের জন্য একটি

বিশেষ দিন ঘোষণার দাবি তোলা হয়। ১৯৯৩ সাল থেকে প্রতিবছর দিবসটি পালিত হচ্ছে। এর পর থেকে এ দিবস পালনের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

দিবসটি পালন উপলক্ষে সোমবার সকাল ১০ টার সময় উপজেলা পরিষদ থেকে একটি র্যালি বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই জায়গায় এসে শেষ হয়। পরে উপজেলা পরিষদ হলরুমে ভূগর্ভস্থ পানির গুরুত্ব ও প্রভাব এর উপর আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়

এবং কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার অনুষ্ঠিত হয়।মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহি অফিসার সুজন সরকারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায়, উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান, উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলী শাহিন আক্তার, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য অফিসার শহিদুল ইসলামসহ উপজেলার বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ।

পাইলস কখন হয়, প্রতিরোধের উপায়

পাইলসের কোনো সঠিক সংজ্ঞা এখনো পর্যন্ত চিকিৎসকদের জানা নেই। কারণ এ রোগটির আসল প্রকৃতি এখনো পর্যন্ত পুরোপুরি বোধগম্য নয়। পাইলস বলতে আমরা বুঝি মলদ্বারের ভেতরে ফুলে ওঠা রক্তের শিরার একটি মাংসপিণ্ড। এরূপ রক্তের শিরার মাংসপিণ্ড বা ‘কুশন’ সব মানুষেরই রয়েছে। তাই প্রকৃত অর্থে পাইলস বা ‘হেমোরয়েড’ আমরা তখনই বলি যখন এটি কোনোরূপ উপসর্গ সৃষ্টি করছে। যেমন মলদ্বারের বাইরে ঝুলে পড়া মাংসপিণ্ড অথবা রক্ত যাওয়া। প্রতিটি মানুষের তিনটি পাইলস বা ‘কুশন’ আছে। বড় পাইলসের মাঝখানে ছোট ছোট পাইলসও থাকতে পারে। মলত্যাগ করার সময় শিরাগুলো কিছুটা ঝুলে পড়ে এবং রক্ত ভর্তি হয়ে ফুলে ওঠে তারপর ফেটে গিয়ে রক্ত বের হয়।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন ইডেন মাল্টি-কেয়ার হাসপাতালের (প্রা.) ল্যাপারোস্কপিক অ্যান্ড লেজার সার্জন ডা. আসিফ আলমাস

হক।

পাইলস কখন হয়: ৩০ থেকে ৬০ বৎসর বয়সের ভেতর এ রোগের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। ২০ বছর বয়সের নিচে পাইলস খুব একটা দেখা যায় না। এ রোগ মহিলাদের চেয়ে পুরুষের কিছুটা বেশি হয়।

কারণ: কয়েক শতাব্দীর গবেষণা সত্ত্বেও পাইলসের প্রকৃত কারণ উদঘাটিত হয়নি। তবে কিছু কিছু রোগ পাইলস হওয়াকে ত্বরান্বিত করে, যেমন- মলত্যাগে অতিরিক্ত কোঁত দেওয়া, অনিয়মিত মলত্যাগের অভ্যাস, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া ইত্যাদি। অন্য কিছু কিছু কারণ আছে যার জন্য পাইলস হতে পারে, যেমন- বংশগত, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা, অনেকক্ষণ গরমে থাকা, ভারী ওজন তোলা, গর্ভাবস্থা, আঁটসাঁট পোশাক পরা, হরমোনের প্রভাব, আঁশজাতীয় খাবারের অভাব ইত্যাদি।

উপসর্গ : বহিঃস্থিত পাইলসের ক্ষেত্রে মলদ্বারের বাইরে ফোলা থাকে এবং কিছুটা ব্যথা বা অস্বস্তি হতে পারে। অভ্যন্তরীণ পাইলসের ক্ষেত্রে টয়লেটে টাটকা লাল রক্ত দেখা যায়। কোনোরূপ ব্যথা থাকে না। মলত্যাগের শেষে রক্ত যায়। রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় যায় আবার কখনো তীরের বেগে যায়। রক্ত যাওয়ার পর যদি বেশি ব্যথা ও জ্বালাপোড়া হয় তাহলে এনাল ফিশার বা ক্যানসার হতে পারে। রক্ত যেতে যেতে রোগী গভীর রক্তশূন্যতায় ভুগতে পারেন। মলদ্বারের বাইরে পাইলসটি ঝুলে পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে মলত্যাগ শেষে পাইলসটি আপনা আপনি ভেতরে ঢুকে যেতে পারে। পাইলসে সাধারণত ব্যথা হয় না। থ্রম্বোসিস হলে বা পাইলস বাইরে অতিরিক্ত ঝুলে থাকলে ব্যথা হতে পারে। মলদ্বারে শুধু পাইলস রোগই হয় না আরও অনেক রোগ হয় যার শতকরা বিশ ভাগ রোগী পাইলসে আক্রান্ত।

প্রতিরোধের উপায়: এ রোগ প্রতিরোধের উপায় হচ্ছে সময়মতো কোষ্ঠকাঠিন্য ও ডায়রিয়ার চিকিৎসা করা, টয়লেটে বসে বসে পেপার/বই না পড়া, খাবারের সঙ্গে আঁশ জাতীয় জিনিস যেমন-ফল, সবজি, সালাদ পরিমাণ মতো খাওয়া, দৈনিক ৬-৮ গ্লাস পানি পান করা, ভারী ওজন না তোলা, অতিরিক্ত গরমে বেশিক্ষণ না থাকা ইত্যাদি।

দামুড়হুদার উজিরপুরে দিনমজুরের গরু চুরি

দামুড়হুদার উপজেলার সদর ইউনিয়নের উজিরপুর গ্রামের মোল্লাপাড়ার দিন মজুর বকুল উদ্দীনের গোয়াল ঘর থেকে দুটি গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে।

দিনমজুর বকুল উদ্দীন দামুড়হুদা উপজেলার সদর ইউনিয়নের মৃত মফিজ উদ্দীনের ছেলে। জানাগেছে, প্রতিদিনের ন্যায় দিনমজুর বকুল উদ্দিন গত শনিবার রাত আনুমানিক ১১টার দিকে তার কালো রংয়ের আস্ট্রলিয়ান গাভী ও লাল রংয়ের বাছুর
গরুটি গোয়ালে রেখে ঘুমাতে যায়।

রাত তিন টার দিকে ঘুম ভেঙ্গে গেলে গোয়ালের দরজা খোলা দেখতে পাই। পরে গোয়াল ঘরে গিয়ে দরজার সেকল কাটা ও গরু দুটি গোয়ালে নেই। দিনমজুর বকুলের ডাক চিৎকারে পাড়া প্রতিবেশী ছুটে আসে।

পাড়া প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় গ্রাম সহ আশে পাশের এলাকায় ওই রাতেই খোঁজাখুজি করে গরু দুটির কোনো সন্ধান পায়নি।

দিনমজুর বকুল উদ্দীন জানান, আমি দিনমুজরি করে ও এনজিও থেকে ঋণ দিয়ে দুবছর আগে অনেক কষ্টে একটি আস্ট্রলিয়ান গাভী গরু কিনি।

গাভী গরুটি প্রতিদিন ৮ থেকে ১০ কেজি করে দুধ দিত। কয়েক মাস আগে গাভীটি একটি লাল রংয়ের এড়ে বাছুর দেয়। গাভী ও এড়ে বাছুরটির বর্তমান বাজার মূল্য আনুমানিক ২ লাখ টাকা।

দামুড়হুদায় প্রস্তাবিত গোলাম মোর্তোজা এতিমখানার

সাইনবোর্ড ভেঙে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

দামুড়হুদায় নিহত গোলাম মোর্তোজার স্মরণে প্রস্তুাবিত নির্ধারিত জমিতে এতিমখানা নির্মাণের জন্য জমি দান করেছেন নিহতের পিতা হাজী আব্দুল মান্নান তরফদার।

এতিমখানা নির্মাণে সংরক্ষিত জমিটির স্থান নির্ধারণের পর জমিটিতে বসানো সাইনবোর্ডটি ভেঙে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় স্থানীয়দের মাঝে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি লক্ষ্য করা গেছে। দ্রুত প্রকৃত দুর্বৃত্তদের কে চিহ্নিত করে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়সহ সচেতন মহল।

জানা গেছে, গত শনিবার দামুড়হুদা উপজেলা সদরের মাথাভাঙ্গা নদী সংলগ্ন স্থানে নিহত গোলাম মোর্তোজার স্মরণে ৭ শতক মূল্যবান জমি দান করেন নিহতের পিতা হাজী আব্দুল মান্নান তরফদার।

রবিবার এতিমখানা জন্য দান করা জমিটি পারিবারিক ভাবে দেখার জন্য গেলে হাজী আব্দুল মান্নান তরফদার এর বড় ছেলে দেখেন এতিমখানা নির্মাণের নির্ধারিত জমিতে বসানো সাইনবোর্ডটি কে বা কাহারা ভেঙে তুলে ফেলেছে।

এ বিষয়ে জমি দানকারী হাজী আব্দুল মান্নান তরফদার এর সাথে কথা বললে তিনি অশ্রুসিক্ত কন্ঠে বলেন, আমার ছোট ছেলে গোলাম মোর্তোজা গত বছরে মৃত্যুবরণ করেন। আমার ছেলের স্মরণে আমি আমার ৭ শতক জমি এতিমখানার নির্মাণের জন্য নিধারিত করি।

স্থানীয়সহ ক একজন এতিম বাচ্চাসহ গত শনিবার দোয়া অনুষ্ঠান করে জমিটির নির্ধারিত স্থানে সাইনবোর্ড বসানো হয়েছিলো।

তবে রবিবার এতিমখানার উল্লেখিত জমিটি দেখার জন্য গেলে দেখা যায় জমিটিতে বসানো সাইনবোর্ডটি কে বা কাহারা ভেঙে ফেলেছে। আমার ছেলের স্মরণে এতিমখানা নির্মাণ করতেও যদি বাধা সৃষ্টি করেছে এর চাইতে আমার কাছে আর দুঃখ জনক ঘটনা কিছুই হতে পারে না।

আমার জানা মতে আমার ছেলে সমাজের ছোট বড় সকলের সাথে মিলে মিশে থাকতেন, সে কারো কোন ক্ষতি করনি। আজকে তার স্মরণে এতিমখানা

নির্মাণ করা হবে তাতেও বাঁধা দিতে চাইছে কারা জানিনা।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের কে হেদায়েত দান করুক। অতি দ্রুতই কমিটি গঠন পূর্বক উল্লেখিত জমিটি হস্তান্তর করা হবে ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য, নিহত গোলাম মোর্তোজার স্মরণে এতিমখানা নির্মাণের জন্য নিহতের পিতা উপজেলা সদরের মাথাভাঙা ব্রিজ সংলগ্ন ৭শতক জমিতে ছেলের নামে এতিমখানা তৈরির জন্য জমি দান করেন।

জমি দানের পর গত শনিবার নির্ধারিত স্থানটিতে এতিম সহ স্থানীয়দের উপস্থিততে জমিটিতে সাইনবোর্ড বসিয়ে দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় এতিম সহ উপস্থিত ছিলেন, নিহত গোলাম মোর্তোজার পিতা হাজী আব্দুল মান্নান, বড় ভাই মোস্তফা আহমেদ, হাফিজুর রহমান, তাজ উদ্দিন, জাহিদ হোসেন, সন্টু, মুয়াজ্জেস।

দোয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হাফেজ মাওলানা মোঃ আশরাফুল ইসলাম এ বিষয়ে আজ দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানা গেছে।

দর্শনা হিমেল আবাসিক হোটেল মালিক মিন্টু গ্রেফতার

দর্শনা হিমেল আবাসিক হোটেল মালিক আশরাফুল হক মিন্টু (৫৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার দুপুরের দিকে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড হিমেল আবাসিক হোটেলের ছাদের উপর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

মাদক সংক্রান্ত বিষয়ে তাকে দর্শনা থানা পুলিশ তার নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে গ্রেফতার করেন। মিন্টু দর্শনা বাসস্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড়ের হিমেল আবাসিক হোটেলের স্বত্বাধীকারী ও মৃত মামদেল হকের ছেলে।

পুলিশ জানায়, গতকাল রবিবার দুপুর ২টার দিকে গোপন সংবাদের

ভিত্তিতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই আহম্মদ আলী বিশ্বাস সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্স নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা বাসস্ট্যান্ডের হিমেল আবাসিক হোটেলে। এসময় হোটেলের ছাদের উপর মাদক সেবনকালে হাতেনাতে মিন্টুকে ছাদের উপর থেকে গ্রেফতার করেন।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীর বলেন, মাদকদ্রব্য গাঁজা সেবনের অপরাধে তাকে হিমেল আবাসিক হোটেল থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ সোমবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হতে পারে।

দর্শনা হিমেল আবাসিক হোটেলে পুলিশের অভিযান : গ্রেফতার ২

দর্শনা বাসস্ট্যান্ডের হিমেল আবাসিক হোটেলে অভিযান চালিয়েছে দর্শনা থানা পুলিশ। এ অভিযানে সাড়ে ৩শ পিচ ভারতীয় শাড়ি-গেঞ্জি ও থ্রী পিচ উদ্ধার সহ দুই চোরাকারবারীকে আটক করেছে পুলিশ।

রবিবার দুপুর হতে পৌনে ২ ঘন্টা ব্যাপী অভিযান চালিয়ে হোটেলের ৩টি কক্ষ হতে ওই চোরাচালান মালামাল উদ্ধার সহ দু’জনকে আটক করা হয়।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নির্দেশে থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) এস,এম আমান উল্লাহ আমানের নেতৃত্বে এসআই আহম্মেদ আলী বিশ্বাস, এসআই সামিম হাসান ও এএসআই ইদ্রিস আলী, সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্স নিয়ে চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা বাসস্ট্যান্ডের আলোচিত হিমেল আবাসিক হোটেলে।

এসময় হোটেলের ২০৪, ২০৮ ও ৩০১ নং কক্ষে অভিযান পরিচালনা করে উন্নতমানের ভারতীয় শাড়ি ৮২ পিস, থ্রিপিস ২৪৪ পিস ও গেঞ্জি ২৪ পিস সর্বমোট ৩ শত পঞ্চাশ পিস শাড়ি, থ্রিপিস ও গেঞ্জি উদ্ধার করে।

এ মালামালের মালিক চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার ধর্মপুর গ্রামের সাহেব মিয়ার ছেলে আবদুল শুক্কুর (৩৫) ও ঝালকাঠি জেলা সদরের শাহ বাঙ্গাল গ্রামের আব্দুল লতিফ বেপারীর ছেলে নাঈম ইসলামকে (৩৪) আটক করেছে।

এবিষয়ে মামলা রুজু প্রক্রিয়াধীন। এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবির বলেন, আমরা মালামাল উদ্ধার করেছি এবং দুজনের বিরুদ্ধে চোরাচালান অভিযোগের দায়ে মামলা দায়ের করেছি।